ঘটনাপঞ্জি : একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৮

[দেশবাসীর গভীর মনোযোগ ও আগ্রহ ছিল এই নির্বাচন ঘিরে। শুরু থেকেই নির্বাচন ঘিরে ছিল অনেক প্রশ্ন ও শঙ্কা। শেষ অবধি ক্ষমতাসীনদের হাসি চওড়া হয়েছে। আর গণমানুষের সেসব প্রশ্ন রূপ নিয়েছে উদ্বেগ, আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তায়। সরকারপক্ষ ও তাদের বিরোধীরা, সকলেই এই নির্বাচনকে 'নজিরবিহীন' বা 'অনন্য' আখ্যা দিয়েছিলেন। ইতিহাসে এর আগেও এমন কিছু যে ঘটেনি, তা কিন্তু নয়। কিন্তু কালক্রমে সেসব স্মৃতি ঝাপসা হয়ে যায়। ২০১৮ সালের 'নজিরবিহীন' বা 'অনন্য' এই নির্বাচনের ঘটনাক্রম যেন ভবিষ্যতে সহজে খুঁজে পাওয়া যায়, তারই ক্ষুদ্র প্রয়াস এই ঘটনাপঞ্জি। উলেখিত রচনার শিরোনাম পুরোপুরি অবিকৃত রাখা হয়েছে এবং গর্ভের লেখা থেকে ঈষৎ সংক্ষেপিত চুম্বক অংশই কেবল এখানে তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থনা করেছেন *আনিস রায়হান*]

নির্বাচনকে সামনে রেখে 'সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম পর্যবেক্ষণ' প্রকল্পের অনুমোদন

নির্বাচনকে সামনে রেখে 'সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম পর্যবেক্ষণ' নামে একটি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে সরকার। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) রবিবারের (৪ নভেম্বর) বৈঠকে এ প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়। ১২৫ কোটি ৩৯ লাখ টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন করবে সরকার। পুলিশ সদর দফতরের অধীনে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এই প্রকল্পের মনিটরিং কার্যক্রম চালাবে। এছাড়া, একই বৈঠকে মোট সাতটি প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

'সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম পর্যবেক্ষণ' প্রকল্পটি নভেম্বর (২০১৮) থেকে ২০১৯ সালের এপ্রিলের মধ্যেই বাস্তবায়ন করা হবে। এ প্রকল্পের আওতায় কাজগুলো করবে র‍্যাব। রাষ্ট্রবিরোধী বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচার, গুজব, মিথ্যা তথ্য দিয়ে উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে জনগণকে যারা বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত রয়েছে, মনিটরিংয়ের মাধ্যমে তাদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় নিয়ে আসাই হচ্ছে এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

নভেম্বর ০৭, ২০১৮, বাংলা ট্রিবিউন

ঐক্যফ্রন্টের সমাবেশ ঘিরে ধরপাকড়: গ্রেফতার চার শতাধিক রিমান্ডে ৩১০

নাশকতার মামলায় সাবেক এমপি মির্জাপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল কালাম আজাদ সিদ্দিকীসহ বিএনপি-জামায়াতের চার শতাধিক নেতাকর্মীকে গ্রেফতারের পর আদালতে হাজির করে তাদের ৩১০ জনকে রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ। বাকিদের রিমান্ড এবং জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।

আসামিদের মঙ্গলবার সকাল থেকে গতকাল দুপুর পর্যন্ত গ্রেফতার করে পুলিশ। তবে অধিকাংশ আসামিকে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের সমাবেশ থেকে এবং সমাবেশে আসার পথে গ্রেফতার করা হয়।

৮ নভেম্বর ২০১৮, সমকাল

শেষ হল প্রত্যাশিত সংলাপ : ঐক্যফ্রন্টের ৪ প্রস্তাব নাকচ

বল এখন প্রধানমন্ত্রীর কোর্টে -ড. কামাল * সংসদ ভেঙে ১০ সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান * বেশ কিছু দাবি মেনে নেয়া হয়েছে, তাদের ভোট পেছানোর প্রস্তাবে অপশক্তি ফেরানোর বাহানা -ওবায়দুল কাদের * আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি আদায় করা হবে -মির্জা ফখরুল * সংলাপে এবারও সমাধান আসেনি -মান্না * কাল রাজশাহীতে সমাবেশ, শনিবার নির্বাচন কমিশন অভিমুখে পদযাত্রা

শেষ পর্যন্ত কোনো ফলাফল ছাড়াই শেষে হল বহুল প্রত্যাশিত সংলাপ। বুধবার দ্বিতীয় দফা প্রায় ৩ ঘণ্টার আলোচনায় দু'পক্ষের নেতারা ঐকমত্যে আসতে পারেননি। সমঝোতা হয়নি নির্বাচনকালীন সরকার নিয়েও। ঐক্যফ্রন্টের পক্ষ থেকে চারটি প্রস্তাব তুলে ধরা হলে তা নাকচ করে দেয় আওয়ামী লীগ। এছাড়া সংলাপে সংসদ ভেঙে দিয়ে ১০ সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদ নিয়ে নির্বাচনকালীন সরকার গঠনের প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করে শাসক দল। বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তির বিষয়েও ঐকমত্য হয়নি। এ অবস্থায় শাসক দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে- সংলাপ শেষ, তবে আলোচনা চলতে পারে।

০৮ নভেম্বর ২০১৮, দৈনিক যুগান্তর

"সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া আর গ্রেফতার হবে না" বিরোধীজোটকে দেয়া এ প্রতিশ্রুতি কি রাখছে বাংলাদেশের সরকার?

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা সুলতানা কামাল বিবিসিকে বলেছেন, 'সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে একটা আশ্বাস দেয়া হলো এবং সংলাপের মাধ্যমে সবার মধ্যে একটা প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল যে সমান সুযোগ দেয়া হবে সব দলকে। কিন্তু আশ্বাস দেবার পরও যদি ধরপাকড় চলতে থাকে, তাহলে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আস্থা তৈরি হবার সুযোগ থাকে না। এর ফলে ঘুরেফিরে সেই অভিযোগ আবারো সামনে চলে আসতে পারে যে সরকারী দল প্রকৃত অর্থে সবাইকে সমান সুযোগ দিচ্ছে না। বরং তারা একটা অধিকতর সুবিধাজনক জায়গা থেকে নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করতে যাচ্ছে।'

০৯ নভেম্বর ২০১৮, বিবিসি বাংলা

ভোট পিছিয়ে ৩০ ডিসেম্বর

রাজনৈতিক দলগুলোর দাবির মুখে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ১ সপ্তাহ পিছিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। পুনঃতফসিল অনুযায়ী, ভোট গ্রহণের তারিখ ২৩ ডিসেম্বরের পরিবর্তে ৩০ ডিসেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করে।

স্বাগত জানিয়েছে জাতীয় পার্টি : জাতীয় পার্টির কো-চেয়ারম্যান জিএম কাদের বলেছেন, সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নির্বাচনী তফসিল পুনর্নির্ধারণ করেছে ইসি। এটাকে জাতীয় পার্টি ইতিবাচকভাবেই দেখছে।

এক মাস পেছানোর দাবিতে অনড় ঐক্যফ্রন্ট : ভোটের তারিখ পেছানোর বিষয়ে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট নেতা ও জেএসডি সভাপতি আ স ম আবদুর রব বলেছেন, ঐক্যফ্রন্ট তফসিল ১ মাস পেছানোর দাবিতেই অনড় থাকবে।

১৩ নভেম্বর ২০১৮, দৈনিক যুগান্তর

৩০ ডিসেম্বরই ভোট : ইসির সিদ্ধান্ত

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটের তারিখ না পেছানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশন সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ সাংবাদিকদের এ সিদ্ধান্তের কথা জানান। ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে বুধবার জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা ইসির সঙ্গে বৈঠক করে কয়েকটি দাবির সঙ্গে ভোটের তারিখ তিন সপ্তাহ পেছানোর প্রস্তাব করেছিলেন।

১৬ নভেম্বর ২০১৮, দৈনিক যুগান্তর

পুলিশের ফোনে বিব্রত নির্বাচন কর্মকর্তারা

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে প্রিসাইডিং কর্মকর্তা, সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তা ও পোলিং কর্মকর্তাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছে পুলিশ। বিশেষ করে তাঁদের বর্তমান ও অতীত রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে জানতে চাওয়া হচ্ছে। এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছেন।

পুলিশের এই তৎপরতা সম্পর্কে জানতে চাইলে নির্বাচন কমিশনার রফিকুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, যেদিন তফসিল ঘোষিত হয়েছে, সেদিনই ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাদের তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে। নীতিমালা অনুযায়ী,

কোনো ব্যক্তি বিশেষ কোনো দলের সঙ্গে জড়িত থাকলে তাঁকে ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া যাবে না। এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার রিটার্নিং কর্মকর্তার। পুলিশের ভূমিকা রাখার কোনো সুযোগ নেই।
১৭ নভেম্বর ২০১৮, প্রথম আলো

দেশে স্কাইপ বন্ধ

দেশে ইন্টারনেটভিত্তিক যোগাযোগমাধ্যম স্কাইপ ব্যবহার করা যাচ্ছে না। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) স্কাইপ বন্ধ করে দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ সোমবার এই সেবা বন্ধ করে দেওয়া হয় বলে জানিয়েছে বিটিআরসি সূত্র।

তবে আনুষ্ঠানিকভাবে কেউ বিষয়টি স্বীকার করছে না। জানতে চাইলে বিটিআরসির জ্যেষ্ঠ সহকারী পরিচালক (মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিকেশন) জাকির হোসেন খান বলেন, কারিগরি ত্রুটির কারণে স্কাইপ বন্ধ হয়ে থাকতে পারে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অবশ্য টেলিযোগাযোগ খাত সূত্রে স্কাইপ বন্ধের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। পাশাপাশি গ্রাহকেরা জানিয়েছেন, তাঁরা এটি ব্যবহার করতে পারছেন না।
১৯ নভেম্বর ২০১৮, প্রথম আলো

দশ বছরে ৯০ হাজার মামলা আসামি ২৫ লাখ নেতা-কর্মী

২০০৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে ৯০ হাজার ৩৪০টি। মামলায় আসামি করা হয়েছে ২৫ লাখ ৭০ হাজার ৫৪৭ জনকে এবং জেলহাজতে রয়েছে ৭৫ হাজার ৯২৫ নেতাকর্মী। এই ১০ বছরে হত্যা করা হয়েছে ১ হাজার ৫১২ জন বিএনপি নেতাকর্মীকে। গতকাল রবিবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে অবস্থিত নির্বাচন কমিশনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কে এম নুরুল হুদার কাছে বিএনপির জমা দেওয়া তালিকা থেকে এ তথ্য জানা গেছে। তালিকা জমা দেয় বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের মামলা ও তথ্য সংরক্ষণ কর্মকর্তা মো. সালাহউদ্দিন খানের নেতৃত্বে দুই সদস্যের প্রতিনিধি দল।

তালিকায় ২০০৯ সাল থেকে চলতি বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ের হিসাব দেওয়া হয়েছে। এই সময়ে বিভিন্ন গুমের সংখ্যা ১ হাজার ২০৪ জন। এরমধ্যে থেকে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হেফাজত থেকে গ্রেফতার দেখানো হয় ৭৮১ জন এবং বিএনপির গুম ছিল ৪২৩ জন। বর্তমানে বিএনপি নেতাকর্মীদের গুম সংখ্যা ৭২ জন। এই ১০ বছরে আইন-শৃঙ্খলাবাহিনীর হাতে আহত হয়েছে ১০ হাজার ১২৬ জন বিএনপি নেতাকর্মী।
১৯ নভেম্বর, ২০১৮, ইত্তেফাক

আ.লীগের সঙ্গে ইসলামি দল বেশি

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে, ভোটের মাঠে স্পষ্ট হয়ে উঠছে ইসলাম ধর্মভিত্তিক দল ও সংগঠনগুলোর তৎপরতা। এসব দলের অধিকাংশই আওয়ামী লীগ এবং এর মিত্র জাতীয় পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। একসময় বিএনপির ঘনিষ্ঠ ইসলামি দলও ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে মিত্রতা গড়েছে।

এবার ভোটের রাজনীতিতে সক্রিয় আছে নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত মিলিয়ে ৭০টি ইসলামি দল ও সংগঠন। এর মধ্যে ২৯টি দল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আছে আওয়ামী লীগের সঙ্গে। ৩২টি দল আছে জাতীয় পার্টির সঙ্গে, যারা ভোটের মাঠে সরকারের সহায়ক হিসেবে কাজ করবে। আর বিএনপির সঙ্গে আছে ৫টি দল।

অনেক দিন ধরে একটা ধারণা আছে যে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইসলামপন্থী দলগুলোর ভোট বিএনপির দিকেই বেশি যায়। এবার এই 'ভোটব্যাংকের' দিকে নজর দিয়েছে আওয়ামী লীগ এবং এর মিত্র এরশাদের জাতীয় পার্টি। এরই অংশ কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক সংগঠন হেফাজতে ইসলামের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গেও সরকার সখ্য গড়ে তোলে।

সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানায়, ইসলামপন্থীদের বেশি করে কাছে টানা গেলে বিএনপির ভোট কমবে, এই কৌশল থেকে ছোট-বড় সব ধরনের ধর্মভিত্তিক দল, সংগঠন ও ব্যক্তিদের সঙ্গে গত পাঁচ বছর সরকার সম্পর্ক বৃদ্ধি করেছে। কারও কারও সঙ্গে দূর থেকে নির্বাচনী সমঝোতা করছে।
২০ নভেম্বর ২০১৮, প্রথম আলো

পর্যবেক্ষকরা মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না: ইসি সচিব

নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিব হেলালুদ্দীন আহমেদ বলেছেন, আগামী ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যারা পর্যবেক্ষক হবেন তারা ভোটকেন্দ্রে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকবেন। তারা শুধুমাত্র ভোটকেন্দ্রে কোনো অনিয়ম হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করবেন, কোনো মিডিয়ার সাথে নির্বাচনবিরোধী বিরূপ মন্তব্য বা কথা বলতে পারবেন না। ছবি তুলতে পারবেন না, গোপন কক্ষে যেতে পারবেন না ও মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবেন না।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে স্থানীয় পর্যবেক্ষক সংস্থার প্রতিনিধিদের উদ্দেশে ব্রিফিং-এ এসব কথা বলেন নির্বাচন কমিশন সচিব হেলালুদ্দীন আহমেদ।
নভেম্বর ২০, ২০১৮, বণিক বার্তা

পুলিশ-প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিএনপির 'গুরুতর' অভিযোগ

পুলিশ ও প্রশাসনের কিছু দায়িত্বশীল কর্মকর্তার বিরুদ্ধে 'গুরুতর' অভিযোগ তুলছে বিএনপি। দলটি বলছে, নৌকার প্রার্থীদের বিজয়ী করতে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের প্রতিনিয়ত গোপন বৈঠক চলছে। প্রশাসন ও পুলিশের 'বিতর্কিত ও দলবাজ' কর্মকর্তারা জনসমর্থনহীন আওয়ামী লীগকে ফের ক্ষমতায় বসানোর জন্য নানা চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছেন।

বিএনপির দাবি, ২০ নভেম্বর রাতে ঢাকা অফিসার্স ক্লাবের চারতলার পেছনের কনফারেন্স রুমে এক গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সচিব সাজ্জাদুল হাসান, জনপ্রশাসন সচিব ফয়েজ আহমদ, নির্বাচন কমিশন সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ, পানিসম্পদ সচিব (প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের সাবেক ডিজি) কবির বিন আনোয়ার, বেসামরিক বিমান পরিবহন সচিব মহিবুল হক, ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার ও মহানগরী রিটার্নিং অফিসার) সদস্যসচিব আলী আজম, প্রধানমন্ত্রীর এপিএস-১ (বিচারক কাজী গোলাম রসুলের মেয়ে) কাজী নিশাত রসুল। এ ছাড়া পুলিশের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন র‍্যাব, ডিএমপি ও কাউন্টার টেররিজম ইউনিটের কর্মকর্তারা। রাত সাড়ে সাতটা থেকে আড়াই ঘণ্টা ধরে চলা এ বৈঠকে সারা দেশের 'ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং সেটআপ ও প্যান রিভিউ' করা হয়। বৈঠকে পুলিশের একজন ডিআইজি বলেন, পুলিশ সূত্রের খবর অনুযায়ী ৩৩টি সিট নৌকার কনফার্ম আছে এবং ৬০-৬৫টিতে কনটেস্ট হবে, বাকি আর কোনো সম্ভাবনা নেই। কাজেই সাংঘাতিক কিছু করা ছাড়া এটি উতরানো যাবে না।
২৪ নভেম্বর ২০১৮, প্রথম আলো

সিইসির ভাগিনার আ.লীগের মনোনয়ন লাভ

প্রধান নির্বাচন কশিনার (সিইসি) কে এম নূরুল হুদার বোনের ছেলে এস এম শাহাজাদা আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়েছেন। পটুয়াখালী-৩ (গলাচিপা ও দশমিনা) আসনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে রবিবার তিনি চিঠি পান।

গলাচিপা উপজেলার আওয়ামী লীগের সভাপতি সন্তোষ কুমার দে বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, 'এস এম শাহাজাদা সিইসির আপন বোনের ছেলে।'
নভেম্বর ২৫ , ২০১৮, বাংলা ট্রিবিউন

পুলিশের পাঠানো ই-মেইলে নির্বাচনী কর্মকর্তাদের তথ্য

সম্ভাব্য নির্বাচনী কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করছে পুলিশ। বেশ কিছুদিন ধরে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এমন অভিযোগ পাওয়ার মধ্যেই এবার এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল। খুলনায় ৭৪ জন সম্ভাব্য নির্বাচনী কর্মকর্তার নামসহ তাদের রাজনৈতিক পরিচয়ের একটি তালিকা 'ভুলবশত' স্থানীয় সাংবাদিকের কাছে ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিয়েছে পুলিশ।

গত ১৮ সেপ্টেম্বর নিয়মিত প্রেস বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে খুলনার হরিণটানা থানা পুলিশের কাছ থেকে সাংবাদিকদের কাছে ওই ই-মেইলটি আসে। এতে দেখা যায়, ৭৪ জন শিক্ষকের মধ্যে ১১ জনকে বিএনপি ও জামায়াত সংশ্লিষ্ট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া, একজনকে নিরপেক্ষ এবং বাকি

সবাইকে আওয়ামী লীগের মতাদর্শী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
নভেম্বর ২৬, ২০১৮, ডেইলি স্টার অনলাইন বাংলা

ভোট কক্ষের ভেতর ভিডিও বা ছবি তোলা অপরাধ : ইসি

ভোটের দিন ভোট কক্ষের ভেতর ভিডিও বা স্থির চিত্র ধারণ করা অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে হবে বলে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

আজ শুক্রবার সকালে নির্বাচন ভবনের অডিটোরিয়ামে দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে এ নির্দেশনা দেন ইসির অতিরিক্ত সচিব মো. কামরুল হাসান।

তিনি বলেন, ভোটকেন্দ্রে নির্বাচন পর্যবেক্ষকরা এক স্থানে দীর্ঘক্ষণ থাকতে পারবেন না। পর্যবেক্ষকরা ভোট কেন্দ্রের গোপন কক্ষে প্রবেশ করতে পারবেন না। প্রিজাইডিং অফিসাররা পর্যবেক্ষকদের সাক্ষাৎকার দিতে পারবেন না।
৩০ নভেম্বর, ২০১৮, কালের কণ্ঠ অনলাইন

মনোনয়ন বাতিলের রেকর্ড

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বাছাইয়ে সারা দেশে ৭৮৬ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে। বাদ পড়াদের বড় অংশই বিএনপির। বাদ পড়ার বড় কারণ খেলাপি ঋণ। এ ছাড়া আদালতে দণ্ডিত হওয়া এবং নানা তথ্যের অসংগতিও এর কারণ। বাদ পড়া প্রার্থীরা আজ থেকে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনে আপিল করতে পারবেন।

এদিকে আওয়ামী লীগের কোনো প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি। তবে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী (বিদ্রোহী) হিসেবে যাঁরা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন, তাঁদের অনেকের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে।

এবার সারা দেশে ৩৯টি রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মোট ৩ হাজার ৬৫টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছিল। গতকাল সারা দেশে রিটার্নিং কর্মকর্তারা মনোনয়নপত্র বাছাই করেন। বাছাইয়ে ২ হাজার ২৭৯ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ বলে বিবেচিত হয়। বাছাইয়ে বাদ পড়েছেন ২৫ দশমিক ৬৪ শতাংশ প্রার্থী। ২০০৮ সালের নির্বাচনে বাছাইয়ে ২২ দশমিক ৬৪ শতাংশ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছিল। ওই নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন ২ হাজার ৪৬০ জন। বাছাইয়ে ৫৫৭টি মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছিল।

মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়ার কারণ বিশেষণ করে দেখা যায়, খেলাপি ঋণ ও আদালতে সাজার বাইরে প্রার্থীর সই না থাকা, দলীয় প্রত্যয়নপত্র ছাড়া দলের নাম ব্যবহার করা, হলফনামায় তথ্য গোপন করা, সরকারি সেবার বিলখেলাপি হওয়াসহ বিভিন্ন কারণে অনেকের মনোনয়ন বাতিল হয়েছে।

ছোটখাটো কারণে মনোনয়নপত্র বাতিল না করার জন্য রিটার্নিং কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। কিন্তু বিএনপির মহাসচিবের সই মেলেনি, এমন সন্দেহেও কয়েকজনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। যদিও বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ইসি ও রিটার্নিং কর্মকর্তাকে চিঠি দিয়ে বলেছেন, তাঁর সই ঠিক আছে।
০৩ ডিসেম্বর ২০১৮, প্রথম আলো

রাজনীতি আর ব্যবসা একাকার
শীর্ষ রাজনীতিকদের সম্পদ ও আয়

শেখ হাসিনা : এক দশকে শেখ হাসিনার আয় বেড়ে আড়াই গুণের বেশি হয়েছে। ২০০৮ সালে তার কোনো দেনা ছিল না, হাতে ছিল দেড় লাখ টাকা। এর বাইরে ৩ কোটি ১৯ লাখ টাকার মত ছিল ব্যাংকে। স্থাবর অস্থাবর মিলিয়ে মোট ৩ কোটি ৪৮ লাখ ৭৪ হাজার ৯০৪ টাকার সম্পদ ছিল তার নামে। টানা দুই মেয়াদে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে এখন তার হাতে নগদ টাকার পরিমাণ ৮৪ হাজার টাকা; ব্যাংকে জমা আছে ৭ কোটি ২১ লাখ ৮৫ হাজার ৩০৩ টাকা; আর সঞ্চয়পত্র ও স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ বাবদে আরও ৫ লাখ টাকা আছে। স্থাবর অস্থাবর মিলিয়ে তার মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭ কোটি ৬৭ লাখ ৮৭ হাজার ৮৭৮ টাকা। কোনো দেনা বা ঋণ তার নামে নেই।

খালেদা জিয়া : গত দশ বছরে খালেদা জিয়ার সম্পদ ৪৩ শতাংশ বাড়লেও বাড়ি ভাড়া বাবদ দেড় কোটি টাকার বেশি ঋণ জমেছে। নবম সংসদ নির্বাচনের আগে খালেদা জিয়ার কোনো দায় দেনা ছিল না; হাতে নগদ ৩৬ লাখ ৫২ হাজার ৮৪৫ টাকা ছিল। ব্যাংকে ছিল আরও পৌনে তিন কোটি টাকা। স্থাবর অস্থাবর মিলিয়ে তার মোট ৩ কোটি ৭৩ লাখ ৪৭ হাজার ৪৩০ টাকার সম্পদ ছিল। ক্যান্টনমেন্টের বাড়ি ছাড়ার পর এখন তার বাড়ি ভাড়া বাবদ ১ কোটি ৫৮ লাখ টাকার ঋণ রয়েছে। আর হাতে রয়েছে মাত্র ৫০ হাজার টাকা। তবে পৌনে ৫ কোটি টাকা ব্যাংকে জমা রয়েছে। আর স্থাবর অস্থাবর মিলিয়ে মোট সম্পদের পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ৫ কোটি ৩৪ লাখ ৭২ হাজার ৮৬৭ টাকা।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর : এই ১০ বছরে আড়াই গুণ সম্পদ বেড়েছে তার স্ত্রীর। ২০০৮ সালের হলফনামায় রাহাত আরার অস্থাবর সম্পত্তি দেখানো হয়েছিল ২৩ লাখ ২২ হাজার ২৩২ টাকার। এবার দেখানো হয়েছে ৬৩ লাখ ৩৬ হাজার ৩২২ টাকা। ২০০৮ সালে মির্জা ফখরুলের অস্থাবর সম্পদ ছিল ৩৯ লাখ ৭ হাজার ১৯০ টাকার। এবার দেখানো হয়েছে ৪৪ লাখ ৬১ হাজার ৪৪৫ হাজার টাকা। ২০০৮ সালের হলফনামায় নিজের কোনো গাড়ির কথা উলেখ না থাকলেও এবার স্ত্রীর কাছ থেকে উপহার পাওয়া একটি ব্যক্তিগত গাড়ির কথা উলেখ করেছেন ফখরুল।

ওবায়দুল কাদের: গত ১০ বছরে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ও তার স্ত্রীর অস্থাবর সম্পদ বেড়েছে পাঁচ গুণের বেশি। এ সময় তার ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা এবং সঞ্চয়পত্র ও স্থায়ী বিনিয়োগ বেড়েছে। ২০০৮ সালের নির্বাচনের আগে ব্যাংকে তার জমা ছিল প্রায় ৪ লাখ ৮৮ হাজার এবং স্ত্রীর নামে ছিল সাড়ে ৬৯ হাজার টাকা। বর্তমানে কাদেরের ব্যাংকে জমার পরিমাণ প্রায় ৮৩ লাখ ৬০ হাজার টাকা। স্ত্রীর নামে ব্যাংকে জমা আছে প্রায় ২৬ লাখ ৩৫ হাজার টাকা। ১০ বছর আগে কাদেরের বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয়পত্র ও স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ ছিল সাড়ে ১৫ লাখ টাকা। স্ত্রীর বিনিয়োগ ছিল ৪২ লাখ টাকা। বর্তমানে কাদেরের সঞ্চয়পত্র ও স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ আছে প্রায় ১ কোটি ২৫ লাখ টাকা। স্ত্রীর নামে বিনিয়োগ আছে ৫৫ লাখ টাকা। ১০ বছর আগে কাদেরের নিজের কোনো গাড়ি ছিল না। বর্তমানে ৭৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা মূল্যের একটি গাড়ি রয়েছে তার। কাদেরের স্থায়ী সম্পদের মধ্যে রয়েছে উত্তরায় একটি ৫ কাঠার পট, এটা ১০ বছর আগে ৩ কাঠা ছিল। স্ত্রীর নামে রয়েছে ১ হাজার ৫০ বর্গফুটের একটি ফ্ল্যাট। এ ছাড়া যৌথ মালিকানায় ৪ দশমিক ৭৪ একর কৃষিজমি আছে।

শাজাহান খান : এক দশক আগে নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খানের নিজের নামে ঢাকায় কোনো ফ্ল্যাট কিংবা জমি ছিল না। অথচ এখন লালমাটিয়া, বাড্ডা, মেরাদিয়া ও পূর্বাচলে নিজের এবং স্ত্রীর নামে জমি ও ফ্ল্যাট রয়েছে। গত ১০ বছরে আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী এই মন্ত্রীর স্থাবর সম্পদ ৯৩ গুণ এবং তাঁর স্ত্রীর বেড়েছে ১২ গুণের বেশি।

আ হ ম মুস্তফা কামাল : গত পাঁচ বছরে ১৫ কোটি ৭ লাখ ১৬ হাজার ৬৪ টাকার সম্পদ বেড়েছে পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের। ২০১৪ সালের সংসদ নির্বাচনের সময় দাখিল করা তাঁর হলফনামা অনুযায়ী ওই সময় তাঁর মোট সম্পদমূল্য ছিল ৪৭ কোটি ১০ লাখ ৫ হাজার ৮৯ টাকা। এবার দাখিল করা তাঁর হলফনামায় মোট সম্পদমূল্য উল্লেখ করা হয়েছে ৬২ কোটি ১৭ লাখ ২১ হাজার ১৫৩ টাকা।

রুহুল আমিন হাওলাদার : গত পাঁচ বছরে জাতীয় পার্টির সদ্যবিদায়ী মহাসচিব রুহুল আমিন হাওলাদার গত নির্বাচনের পর বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণই নিয়েছেন প্রায় ১৯০ কোটি টাকা। এর আগে তার ঋণ ছিল মাত্র ৭ কোটি টাকা। আগের হলফনামায় তার কোনো কৃষিজমির উল্লেখ ছিল না। এবার নিজের নামে ১ একর ৩৩ শতাংশ এবং স্ত্রীর নামে ১ একর ৬৫ শতাংশ জমির উল্লেখ করেছেন। গতবারের হলফনামায় রুহুল আমিন হাওলাদার নগদ টাকা দেখিয়েছিলেন ৬ কোটি ৬৬ লাখের কিছু বেশি। এবার তা প্রায় দ্বিগুণ ১২ কোটি ৯৮ লাখ টাকা। গতবার তার কোনো এফডিআর ছিল না। এবার আছে ৫ কোটি টাকার। গতবার তিনি দায় দেখিয়েছিলেন প্রায় ২৯ কোটি টাকা। এবার তার তেমন কোনো দায় নেই।

বরং গতবার স্ত্রীসহ অন্যদের মোট ঋণ দিয়েছিলেন ১০ কোটি ৫৫ লাখ টাকা। এবারের হলফনামায় তা ১০ কোটি ৬২ লাখ ৫০ হাজার। এর মধ্যে ১ কোটি ৫৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা দিয়েছেন স্ত্রী নাসরিন জাহান রত্নাকে।

সালমান ফজলুর রহমান : বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের তালিকায় স্থান পাওয়া বেক্সিমকো গ্রুপের মালিক সালমান ফজলুর রহমানের বাড়ি বা আসবাবপত্র নেই। নেই কোনো ইলেকট্রনিক সামগ্রী। নেই বৈদেশিক মুদ্রা। হলফনামায় এসব তথ্য দিয়েছেন তিনি। অথচ ২০১৭ সালের মার্চে প্রকাশিত চীনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান হুরুন গ্লোবালের তালিকায় ধনী ২ হাজার ২৫৭ জন ব্যক্তির মধ্যে তার অবস্থান ছিল ১ হাজার ৬৮৫তম। তবে সালমান রহমান আয়কর রিটার্ন অনুযায়ী দায়-দেনার পরিমাণ ৮৩ কোটি ৭৯ লাখ ৫৩ হাজার ৪১০ টাকা উল্লেখ করেছেন। নিজ নামে ২ কোটি ৩ লাখ ১২ হাজার ৬৮৭ টাকার এবং স্ত্রীর নামে ৩ কোটি ৭৩ লাখ ৩ হাজার ৭০৮ টাকার অকৃষি জমি আছে। ৮ লাখ ৫৩ হাজার ১৭৯ টাকার আবাসিক-বাণিজ্যিক দালান আছে নিজ নামে। স্ত্রীর নামে আবাসিক বা বাণিজ্যিক দালান নেই। তবে স্ত্রীর নামে ২৫ কোটি ১৯ লাখ ৭১ হাজার ৮৪৯ টাকার বিল্ডিং কন্‌স্ট্রাকশন আছে। এছাড়া নিজের কাছে নগদ ২ কোটি ১০ লাখ টাকা আছে। আর স্ত্রীর কাছে নগদ আছে ৬০ হাজার টাকা। নিজের কাছে, স্ত্রীর কাছে কিংবা নির্ভরশীল কারও কাছেই বৈদেশিক মুদ্রা নেই। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ২ কোটি ৮৬ লাখ ৭০ হাজার ১২৮ টাকা নিজ নামে এবং স্ত্রীর নামে ৪৫ লাখ ৫১ হাজার ১০৯ টাকা জমা আছে।

হাসানুল হক ইনু : ইনুর অস্থাবর সম্পদের মধ্যে নগদ টাকা রয়েছে ৫০ লাখ ৬৬ হাজার ৩৮৬ টাকা, যা পাঁচ বছর আগে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় ছিল ৬ লাখ ৮৫ হাজার টাকা। এ হিসাবে তাঁর নগদ টাকা বেড়েছে ৭ গুণের বেশি। এবার তাঁর ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা ৪৪ লাখ ৫১ হাজার ৪৮০ টাকা, যা পাঁচ বছর আগে ছিল ৩৬ লাখ ৭০ হাজার ১৫৬ টাকা। অবশ্য তথ্যমন্ত্রীর স্ত্রী আফরোজা হকের নগদ টাকা বেড়েছে প্রায় ১০ গুণ। এখন তাঁর নগদ টাকা ৬০ লাখ ৩ হাজার ২৫৮ টাকা, যা পাঁচ বছর আগে ছিল ৬ লাখ ৩৮ হাজার ৯০ টাকা। স্ত্রীর নামে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা আছে ১৪ লাখ ২৮ হাজার ৬৭৭ টাকা, যা পাঁচ বছর আগে ছিল ৮০ হাজার ৪৯৩ টাকা।

রাশেদ খান মেনন : ১০ বছরে মেননের বাৎসরিক আয় বেড়েছে ৯ লাখ ৬৬ হাজার টাকার বেশি। অস্থাবর সম্পত্তি বেড়েছে ৫১ লাখ ৮৮ হাজার টাকার বেশি। স্থাবর সম্পত্তি বেড়েছে ৩৭ লাখ ২০ হাজার টাকা। অর্থাৎ ১০ বছরে তার বাৎসরিক আয় প্রায় চারগুণ ও অস্থাবর সম্পত্তি বেড়েছে তিনগুণের বেশি। অপরদিকে, স্থাবর সম্পত্তির দিক থেকে গত ১০ বছরে তার স্ত্রী হয়েছেন কোটিপতি। নবম ও দশম নির্বাচনী হলফনামায় তার স্ত্রীর স্থাবর সম্পত্তি না থাকলে ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তার স্ত্রীর স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৪৯ লাখ ৮০ হাজার ২৪০ টাকা।

আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামালের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি প্রায় দ্বিগুণ বাড়লেও তার স্ত্রী লুৎফুল তাহমিনা খানের সম্পদ বেড়েছে সাত গুণের বেশি। তিনি নিজের সম্পদের মূল্যমান দেখিয়েছেন ৫ কোটি ৭২ লাখ ২৪ হাজার ১৩৭ টাকা। আর স্ত্রীর সম্পদ দেখানো হয়েছে ২ কোটি ২৪ লাখ ৯২ হাজার ৬৬৮ টাকার। দশম সংসদ নির্বাচনের সময় দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী, তখন আসাদুজ্জামান কামালের সম্পদ ছিল তিন কোটি ১১ লাখ ৬৮ হাজার ৭৬৩ টাকার। তার স্ত্রীর সম্পদ ছিল ২৮ লাখ ৮০ হাজার ১৫৬ টাকার।

নিজাম উদ্দিন হাজারী : গত পাঁচ বছরে প্রায় ৩০০ গুণ আয় বেড়েছে ফেনী-২ আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নিজাম উদ্দিন হাজারীর। সেইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে স্ত্রীর আয়। পাঁচ বছরেই সম্পদের ছড়াছড়ি এই প্রার্থীর। সম্পদ ও আয় মিলিয়ে তার বেড়েছে অন্তত ৮ গুণ। আর স্ত্রী নুরজাহান বেগম নাসরিনের সম্পদ বেড়েছে প্রায় ১০ গুণ। হলফনামা অনুযায়ী আয় ও সম্পদ মিলে নিজাম হাজারী প্রায় ৩১ কোটি টাকার মালিক। অপরদিকে স্ত্রীর রয়েছে প্রায় সাড়ে ৮ কোটি টাকার সম্পত্তি। দশম সংসদ নির্বাচনের হলফনামায় নিজাম হাজারীর আয়সহ সম্পদ ছিল সাড়ে তিন কোটি টাকার বেশি। অপরদিকে স্ত্রীর ছিল ৮০ লাখ টাকার বেশি। আয় ও সম্পদের বিপরীতে নিজাম হাজারীর ব্যাংক ঋণ আছে মাত্র কোটি টাকা।

১৩ ডিসেম্বর ২০১৮, সাপ্তাহিক, বর্ষ ১১, সংখ্যা ২৫

সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ চায় প্রশাসন

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র থেকে টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার নিয়ন্ত্রণ, ভোটের আগে ইন্টারনেটের গতি কমানো, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ, মোবাইল ব্যাংকিং বন্ধ রাখাসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার প্রস্তাব করেছেন প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা।

সাবেক নির্বাচন কমিশনার এম সাখাওয়াত হোসেন গতকাল রাতে প্রথম আলোকে বলেন, যে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছে তা আত্মঘাতী বলা যায়। নির্বাচন কমিশন যদি অবাধ নির্বাচন করতে চায়, তাদের পুলিশ ও প্রশাসনের এসব প্রস্তাব একদম আমলে নেওয়া ঠিক হবে না।

ড. সাখাওয়াত বলেন, 'আমরা তো চাই সারা দেশের নির্বাচন গণমাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত হোক। কিন্তু এসব করে ইসি গণমাধ্যমকে স্তব্ধ করার চেষ্টা করছে। ইসি এমন সিদ্ধান্ত নিলে জনগণ তাদের সন্দেহ করবে। আর সন্দেহ থাকলে সুষ্ঠু ভোট সম্ভব নয়। পাশাপাশি কমিশন নিজস্ব ক্ষমতা ও গ্রহণযোগ্যতা হারাবে।' তাঁর মতে, গণমাধ্যম হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের সহায়ক শক্তি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে গণমাধ্যম ইসির প্রতিপক্ষ। আর প্রতিপক্ষকে রুখতেই যেন তারা এসব চিন্তাভাবনা করছে।

১৪ ডিসেম্বর ২০১৮, দৈনিক প্রথম আলো

অনুমতি ছাড়াই ৭ কোটি মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত তথ্য নিলো বিটিআরসি

ভুতুড়ে জরিপের নামে সেসব তথ্য আবার দেওয়া হয়েছে সরকারী এজেন্সির কাছে। জাতীয় নির্বাচনের কয়েক সপ্তাহ আগে ফোন অপারেটরদের কাছ থেকে গ্রাহকদের ব্যক্তিগত তথ্য নেওয়া হলো। প্রথমে চারটি ফোন অপারেটর এসব তথ্য বিটিআরসি'কে দিতে রাজি না হলেও পরে চাপের মুখে দিতে বাধ্য হয়। আইন অনুযায়ী গ্রাহকদের সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গ করা হয়েছে।

বাস্তবতা হচ্ছে- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী বিটিআরসি থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তা পরিসংখ্যান ব্যুরোর কাছে হস্তান্তর করেছেন। এই প্রথম বিটিআরসি এতো বিপুল তথ্য সংগ্রহ করলো।

নির্বাচনের আগে এমন তথ্য সংগ্রহ করার ঘটনাটি সন্দেহজনক বলে বিভিন্ন সূত্র উল্লেখ করে। এসব তথ্য ফাঁস হওয়ারও ঝুঁকি রয়েছে। তথ্য হস্তান্তরের সময় বিটিআরসি'কে তথ্য নিরাপত্তার বিষয়টিও জানায় অপারেটররা। এমনকি, একে একে সরকারের অন্য বিভাগগুলোও ভবিষ্যতে তথ্য চাইতে পারে- তেমন আশঙ্কাও ব্যক্ত করে অপারেটররা।

১৪ ডিসেম্বর ২০১৮, ডেইলি স্টার বাংলা

স্বআরোপিত নিয়ন্ত্রণে সাংবাদিকেরা

বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে সাংবাদিকদের অনেকেই জানিয়েছেন, এযাবৎকালের সবচেয়ে কঠোর গণমাধ্যম আইনের কারণে তাঁরা একটি ভয়ের পরিবেশের মধ্যে আছেন। এ জন্য অনেকে 'স্বআরোপিত' নিয়ন্ত্রণের মধ্যে কাজ করছেন।

বাংলাদেশের পত্রপত্রিকা, ডিজিটাল গণমাধ্যম ও টেলিভিশনের ৩২ জন সাংবাদিক ও সম্পাদকের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে বার্তা সংস্থা রয়টার্স গত বৃহস্পতিবার তাদের প্রকাশিত খবরে এ কথা জানিয়েছে।

খবরে বলা হয়, মিয়ানমারের রাখাইনে নিষ্ঠুর নির্যাতনের মুখে পালিয়ে আসা লাখ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়ে বিশ্বব্যাপী উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কুড়িয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কিন্তু তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশে বাধা ও ক্রমেই কর্তৃত্ববাদী শাসনের অভিযোগ করছেন সমালোচকেরা।

সাক্ষাৎকার দেওয়া সম্পাদক ও সাংবাদিকদের একটি বড় অংশই বলেছেন, নতুন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মাধ্যমে মানহানিসংক্রান্ত বিধিবিধান

সাম্প্রতিক কালে কঠোর করায় গণমাধ্যমে আতঙ্কের পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। এর আগে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি আইনে মানহানির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় অনেক সাংবাদিককে।

১৫ ডিসেম্বর ২০১৮, প্রথম আলো

আট দিনে গ্রেপ্তার ২২৪১ নেতা-কর্মী

জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের আহ্বায়ক ড. কামাল হোসেন অভিযোগ করেছেন, ১০ ডিসেম্বর থেকে থেকে তাঁদের জোটের নেতাকর্মীদের ওপর হয়রানির মাত্রা বেড়ে গেছে। এই আট দিনে ঐক্যফ্রন্টের বিরুদ্ধে ৯৫টি মামলা করা হয়েছে। এসব মামলায় তাঁদের ২ হাজার ২৪১ জন নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার হয়েছেন।

আজ সোমবার নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে এসে এক বৈঠকে এ অভিযোগ করেন ড. কামাল হোসেন।

বৈঠকে ইসিকে জানানো হয়, ১১ নভেম্বর আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর বিএনপিসহ ২০ দলীয় জোট এবং ঐক্যফ্রন্টের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত ১৫৮টি মামলা করা হয়েছে। এসব মামলায় এজাহারে ২৩ হাজার ৫৩০ জনের নাম উল্লেখ করে এবং ২৪ হাজার ১৫০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে। এর মধ্যে ঐক্যফ্রন্টের ৬ হাজার ২৯১ জন গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাঁদের ১৩ জন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এবং ৩ জন মারা গেছেন।

১৭ ডিসেম্বর ২০১৮, প্রথম আলো

এক ভয়ংকর সেপ্টেম্বর!

*এক মাসেই ৫৭৮টি নাশকতার মামলা *পুলিশের ওপর ৯০টি হামলার তথ্য *এত 'সন্ত্রাস', তবু নগর ছিল শান্ত *জীবনযাত্রা ছিল একদম স্বাভাবিক *বিএনপির নেতা-কর্মীরা আসামি *আসামিদের ধরতে বিশেষ অভিযান

গত সেপ্টেম্বরে ঢাকা শহরে আসলে কী ঘটেছিল? ওই মাসে নাশকতার মামলা হয়েছে ৫৭৮টি। প্রায় সব মামলার বাদী পুলিশ। এসব মামলার তথ্য বলছে, পুলিশের ওপর হামলা হয়েছে ৯০ বার। ওই মাসে উদ্ধার হয়েছে ১ হাজার ১৮৬টি ককটেল ও ৩৭০টি পেট্রলবোমা। পুলিশের ওপর এমন হামলা এবং ককটেল-পেট্রলবোমা উদ্ধারের এই সংখ্যা অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়েছে। যে বছরগুলোতে শহরময় জ্বালাও-পোড়াও আর সংঘাত ছিল, তখনো পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগে এর অর্ধেক মামলাও হয়নি। আর এ বছরের সেপ্টেম্বরে শহরময় পুলিশের ওপর এত হামলা, সহিংসতা হলেও কিছুই টের পায়নি ঢাকা শহরের মানুষ। জীবনযাত্রা ছিল একদম স্বাভাবিক।

২০ ডিসেম্বর ২০১৮, দৈনিক প্রথম আলো

'নির্বাচনী সভা করলে ক্রসফায়ারের হুমকি'

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ (নাসিরনগর) আসনের বিএনপির নেতাকর্মীদের বাড়িতে প্রতিরাতেই চলছে পুলিশি অভিযান। সঙ্গে থাকে কতিপয় হেলমেট বাহিনী। এলাকা ছাড়ার হুমকি ও মারধর এখন নিয়মিত বিষয়। নির্বাচনী সভা করলে ক্রসফায়ারের হুমকি। বিএনপি যেখানে সভা আহ্বান করে সেখানেই আওয়ামী লীগের সভা আহ্বান। রাস্তাঘাটে প্রকাশ্যে ধানের শীষের সমর্থকদের উপর চলছে শারীরিক নির্যাতন। সব মিলিয়ে এখানে বিএনপির নেতা-কর্মী ও সাধারণ ভোটাররা আতঙ্কগ্রস্ত। নাসিরনগর প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে লিখিত বক্তব্যে উপরোলেখিত অভিযোগ করেছেন দলটির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা, ১ আসনে বিএনপি ও জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী এসএকে একরামুজ্জামান সুখন।

২৩ ডিসেম্বর ২০১৮, মানবজমিন

নির্বাচনী সংবাদ সংগ্রহে সাংবাদিকদের জন্য নীতিমালা জারি

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাংবাদিকদের জন্য একটি নীতিমালা জারি করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ইসি সচিবালয়ের যুগ্ম সচিব এসএম আসাদুজ্জামান স্বাক্ষরিত ওই নীতিমালায় সংবাদ সংগ্রহে সাংবাদিকদের দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নির্বাচনী সংবাদ সংগ্রহে সাংবাদিকদের এসব নীতিমালা অবশ্যই মেনে চলতে হবে। নীতিমালা অনুযায়ী ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের পর প্রিজাইডিং অফিসারকে অবহিত করে ভোটগ্রহণ কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ, ছবি তোলা এবং ভিডিও ধারণ করতে পারবেন ।তবে কোনোক্রমেই গোপন কক্ষের ছবি সংগ্রহ কিংবা ধারণ করতে পারবেন না। একসঙ্গে একাধিক সাংবাদিক একই ভোটকেন্দ্রের একই ভোটকক্ষে প্রবেশ করতে পারবেন না। এমনকি ভোটকক্ষ থেকে সরাসরি সম্প্রচার বা ফেইসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও সরাসরি প্রচার করা যাবে না। ভোট কেন্দ্রের ভেতর থেকে সরাসরি সম্প্রচার করতে হলে ভোটকক্ষ থেকে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে করতে হবে। কোনোক্রমেই ভোটগ্রহণ কার্যক্রমে বাধার সৃষ্টি করা যাবে না। সাংবাদিকরা ভোট গণনা কক্ষে গণনা কার্যক্রম দেখতে পারবেন, তবে সরাসরি সম্প্রচার করতে পারবেন না।

২৩ ডিসেম্বর, ২০১৮, ইত্তেফাক

ভিসা জটিলতায় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশন বাতিল এনফ্রেলের

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বেশির ভাগ আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক ভিসা না পাওয়ায় ব্যাংককভিত্তিক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সংস্থা এনফ্রেল নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশন বাতিল করেছে। এনফ্রেলের বেশির ভাগ সদস্যের ভিসা না পাওয়ার বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রকে হতাশ করেছে। কারণ ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউটের (এনডিআই) মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র এনফ্রেলকে অর্থায়ন করেছে।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের উপমুখপাত্র রবার্ট প্যালাডিনি গত শুক্রবার এ তথ্য জানান।

২২ ডিসেম্বর ২০১৮, প্রথম আলো

দেশি পর্যবেক্ষক এবার কম থাকছে

নির্বাচনে বাংলাদেশের ৮১টি প্রতিষ্ঠানের ২৫ হাজার ৯২০ জনকে পর্যবেক্ষণের অনুমোদন দিয়েছে কমিশন (ইসি)। তাদের মধ্যে ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপের (ইডবিউজি) ২২ প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১৫ হাজার পর্যবেক্ষক রয়েছেন।

ইসি সূত্র জানায়, ৩৪ হাজার ৬৭১ জন স্থানীয় পর্যবেক্ষক আবেদন করেছিলেন। এর মধ্যে ৮ হাজার ৬৫১ জনের অনুমোদন দেয়া হয় নি।

এদিকে বিদেশি অর্থ ছাড় পেতে এনজিও-ব্যুরোর অনুমোদন-প্রক্রিয়ার জটিলতার কারণে দেশি ২২টি পর্যবেক্ষক সংস্থার মোর্চা ইলেকশান ওয়ার্কিং গ্রুপ(ইডবিউজি) সদস্যরা শেষ পর্যন্ত পুরোদমে পর্যবেক্ষণে থাকতে পারবেন কিনা তা নিয়ে সংশয় তৈরী হয়েছে।

২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির একতরফা নির্বাচনে ৪ জন বিদেশী পর্যবেক্ষক ও দেশী ৩৫টি সংস্থার ৮ হাজার ৮৭৪ জন পর্যবেক্ষক ছিলেন।

২০০৮ সালের নবম সংসদ নির্বাচনে ৫৯৩ জন বিদেশী সংস্থার ও স্থানীয় ৭৫টি সংস্থার ১ লাখ ৫৯ হাজার ১১৩ জন পর্যবেক্ষক ছিলেন।

অষ্টম সংসদ নির্বাচনে ৩২ দেশের ২২৫ জন আন্তর্জাতিক ও ৬৯টি দেশী সংস্থার ২ লাখ ১৮ হাজার দেশী পর্যবেক্ষক ছিলেন।

২৩ ডিসেম্বর, ২০১৮, প্রথম আলো

নির্বাচনে ২৪ ঘণ্টা যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা

ভোটের আগের দিন মধ্যরাত থেকে ভোটের দিন মধ্যরাত পর্যন্ত সারা দেশে প্রায় সব ধরনের যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।

প্রজ্ঞাপন অনুসারে, ২৯ ডিসেম্বর রাত ১২টা থেকে ৩০ ডিসেম্বর রাত ১২টা পর্যন্ত ১০ ধরনের যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। যানবাহনগুলোর মধ্যে রয়েছে বেবিট্যাক্সি, অটোরিকশা, ইজিবাইক, ট্যাক্সিক্যাব, মাইক্রোবাস, জিপ, পিকআপ, কার, বাস,ট্রাক, টেম্পো ও স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন যন্ত্রচালিত যানবাহন। এ ছাড়া ২৮ ডিসেম্বর রাত ১২টা থেকে ১ জানুয়ারি মধ্যরাত পর্যন্ত মোটরসাইকেল চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

২৪ ডিসেম্বর, ২০১৮, প্রথম আলো

সাংবাদিক আর পর্যবেক্ষক 'নিয়ন্ত্রণ'?

রিপোর্টার্স ফোরাম ফর ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি (আরএফইডি) নির্বাচন

কমিশনে এইসব বিধিনিষেধ শিথিল করার জন্য লিখিত আবেদন জানিয়েছে। সংগঠনের সভাপতি সোমা ইসলাম ডয়চে ভেলেকে বলেন, "আমরা অতীতে অনেক নির্বাচন কাভার করেছি। এত বিধিনিষেধের আওতায় পড়ি আগে কখনো। আমরা সাংবাদিকরা কখনোই ভোটিং বুথে যাই না। কিন্তু পোলিং সেন্টার থেকে সব সময়ই লাইভ সম্প্রচার করেছি। কিন্তু এবার তা করা যাবে না। আবার ভোট গণনার সময়ই সাংবাদিকরা খবর সংগ্রহের জন্য থাকতে পারবেন না। এটা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। আবার পোলিং সেন্টারে একসঙ্গে একাধিক সাংবাদিক প্রবেশ করতে পারবেন না। প্রবেশ করতে প্রিজাইডিং কর্মকর্তার অনুমতি লাগবে।"

এদিকে বিদেশি ও দেশি পর্যবেক্ষ নিয়ে চলছে জটিলতা। এবারে পর্যবেক্ষকের সংখ্যা সবচেয়ে কম হতে পারে। ভিসা জটিলতার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থায়নে পরিচালিত এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ফ্রি ইলেকশনস (অ্যানফ্রেল)-এর ৩২ জন পর্যবেক্ষক বাংলাদেশের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আসছেনা। অ্যানফ্রেল স্বচ্ছ নির্বাচনে সরকারের আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

২৪ ডিসেম্বর ২০১৮, ডয়েচে ভেলে বাংলা

উৎসবমুখর আওয়ামী লীগ, ভয়-আতঙ্কে বিএনপি

উৎসবমুখর পরিবেশে মাগুরা-১ আসনে প্রচার-প্রচারণা চালাচ্ছেন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রার্থী ও তাঁর সমর্থকেরা। বিপরীত পরিবেশ বিএনপি শিবিরে। হামলা ও গ্রেপ্তার আতঙ্কে একপ্রকার মাঠছাড়া তারা।

সদরের একাংশ ও শ্রীপুর উপজেলা নিয়ে গঠিত মাগুরা-১ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব সাইফুজ্জামান শিখর। প্রথমবার প্রার্থী হলেও দীর্ঘ ১০ বছর ধরে স্থানীয় রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করায় তৃণমূল নেতা-কর্মীদের সমর্থন আদায়ে তাঁকে বেগ পেতে হয়নি। আনুষ্ঠানিক প্রচার শুরুর আগ থেকেই তাঁর পক্ষে কাজ করে আসছেন জেলা আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতারা। আনুষ্ঠানিক প্রচার শুরুর পর থেকে প্রতিদিন সকাল থেকে গভীর রাত অবধি নির্বাচনী এলাকা চষে বেড়াচ্ছেন প্রার্থী নিজেও।

নির্বাচনী প্রচারের বিষয়ে জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক রাশেদ মাহমুদ বলেন, প্রার্থীর পাশাপাশি বিভিন্ন ইউনিটের নেতা-কর্মীরা ভাগ হয়ে দৈনিক প্রচার চালাচ্ছেন। এই আসনে মোট আটজন প্রার্থীর মধ্যে ব্যানার, পোস্টার ও মাইকিং, এমনকি ডিজিটাল প্রচারণাতেও এগিয়ে আছেন নৌকার প্রার্থী।

উল্টো চিত্র বিএনপি শিবিরে। প্রার্থী কারাগারে, নেতারা ঢাকায়, কর্মীরা আতঙ্কে। নির্বাচনী এলাকায় ধানের শীষের প্রকাশ্যে প্রচার নেই বললেই চলে। নেতা-কর্মীরা বলছেন, প্রশাসন ও ক্ষমতাসীনদের চাপে প্রচার চালানোর উপায় নেই।

২৪ ডিসেম্বর ২০১৮, প্রথম আলো

হামলা-ভাঙচুর ছড়াল শতাধিক আসনে

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের গণসংযোগ ও নির্বাচনী কার্যালয়ে হামলা ও ভাঙচুর অব্যাহত রয়েছে। বিরোধীদলীয় প্রার্থীরাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এর শিকার হচ্ছেন। গতকাল রাত নয়টা পর্যন্ত অন্তত ৯ জেলার ১৩টি আসনে হামলা-সংঘর্ষ ও ভাঙচুরের ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। এ নিয়ে শতাধিক আসনে সংঘাতের ঘটনা ঘটল।

দলীয় নেতা-কর্মী, প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে প্রথম আলোর হিসাব অনুযায়ী নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরুর পর ১১ ডিসেম্বর থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১২ দিনে কমপক্ষে ১৭৫টি হামলা, সংঘাত ও সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। এগুলো হয়েছে মোট ১১৭টি আসনে, বাকি আসনগুলোতে নির্বাচনী সংঘাতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। নিহত হয়েছেন আওয়ামী লীগের দুই নেতা-কর্মী। আহত হয়েছেন বিভিন্ন দলের অন্তত ৫০০ জন। হামলার শিকার হয়েছেন কমপক্ষে ৪০ প্রার্থী।

আর গতকাল নির্বাচনী সংঘাতের ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ৪৮ জন, যাঁদের প্রায় সবাই বিএনপির নেতা-কর্মী। এ ছাড়া দলটির অন্তত ৫১ নেতা-কর্মীকে গতকাল গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

২৪ ডিসেম্বর ২০১৮, প্রথম আলো

'যারা নৌকায় ভোট দেবে না তারা কেন্দ্রে যাবে না' (ভিডিও)

নাটোর-২ আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী সফিকুল ইসলাম শিমুল। তিনি এই আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য। তার এক নির্বাচনী সভায় তার নেতাকর্মীদের নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন, ভোটার দেখে নেবেন। যারা নৌকায় ভোট দেবে তারা কেন্দ্রে যাবে, যারা দেবে না তারা কেন্দ্রে যাবে না। গত ১৭ই ডিসেম্বর সোমবার নাটোরের ছাতনি গ্রামে নির্বাচনী প্রচারণার সময় তিনি এমনটাই নির্দেশনা দেন নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে। ধারণকৃত ভিডিওটি এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল।

২৪ ডিসেম্বর ২০১৮, মানবজমিন

নির্বাচন ও সন্ত্রাস একসঙ্গে চলতে পারে না- মাহবুব তালুকদার

নির্বাচন ও সন্ত্রাস একসঙ্গে চলতে পারে না বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার। তিনি বলেছেন- ভোটাররা যাতে নিরাপদে ভোট দিয়ে বাড়ি ফিরতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি রোববার দুপুরে সিলেটে নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত মাঠ পর্যায়ের আইন শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে সভা শেষে সাংবাদিকদের কাছে এ মন্তব্য করেন। মাহবুব তালুকদার বলেন- যেকোনো মূল্যে নির্বাচনে ভীতিমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

২৪ ডিসেম্বর ২০১৮, মানবজমিন

বিএনপি ভোট বর্জন করলে স্বস্তি পাবে আওয়ামী লীগ

ভোটের বাকি আর চার দিন। এখন পর্যন্ত ভোটের মাঠ একচেটিয়া আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণে। প্রচার-প্রচারণায়ও আওয়ামী লীগ ও তাদের মিত্রদের ধারেকাছে নেই বিরোধীরা। তারপরও আওয়ামী লীগে অস্বস্তি আছে। বিএনপি জোট ভোটের দিন ব্যাপকভাবে মাঠে নেমে ভোটকেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় কি না, এ আশঙ্কা থেকেই মূলত অস্বস্তি। এ জন্য শেষ সময়ে চাপে পড়ে বিএনপি ভোট বর্জনের ঘোষণা দিলে স্বস্তি পাবে আওয়ামী লীগ।

আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারণী একাধিক সূত্রের সঙ্গে কথা বলে এ তথ্য জানা গেছে। দলীয় সূত্র বলছে, বিএনপি জোটকে চাপে রেখে নির্বাচনে আনা এবং ভোটের মাঠে নামতে না দেওয়ার পরিকল্পনা আগেই করা হয়েছিল। পুলিশ ও প্রশাসন সেই ছক মেনেই কাজ করছে। সেনাবাহিনী নামার পর পরিস্থিতি পাল্টে যেতে পারে বলে বিএনপির যে আশা ছিল, সেটাও হয়নি। এ অবস্থায় বিএনপি ও ঐক্যফ্রন্ট বর্জনের ঘোষণা দিতে পারে, এমন প্রচারণা চলছে দুদিন ধরে। অবশ্য এ বিষয়ে আওয়ামী লীগের নেতারা কেউ প্রকাশ্যে কথা বলতে রাজি হননি।

আওয়ামী লীগের দায়িত্বশীল সূত্র বলছে, আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ হেরে যেতে পারে– এমন বার্তা যাতে ভোটের মাঠে না যায়, এটা নিশ্চিত করতে শুরু থেকেই সতর্ক ছিলেন দলটির নীতিনির্ধারকেরা। এ জন্য প্রচারের প্রথম দিন থেকেই সর্বত্র নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার চেষ্টা করছে সরকারি দল। বিএনপি যাতে মাঠে নামতে না পারে, সে জন্য শক্তি প্রয়োগ ও প্রশাসনিক চাপ অব্যাহত রাখা হয়। বিএনপির নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের আরও পরিষ্কার বার্তা দেওয়ার জন্য বেছে বেছে প্রার্থীদেরও লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়। বহুমুখী চাপে বিএনপিসহ বিরোধীরা কার্যত এখন কোণঠাসা।

২৬ ডিসেম্বর ২০১৮, প্রথম আলো

'নিয়ন্ত্রণমূলক নির্বাচনী পরিবেশ' নিয়ে উদ্বেগ

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের এক দিন আগে 'নিয়ন্ত্রণমূলক নির্বাচনী পরিবেশ' নিয়ে গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে নির্বাচন ও মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা ১৫টি আন্তর্জাতিক সংগঠন। আজ শনিবার ব্যাংককভিত্তিক এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ফ্রি ইলেকশনস (অ্যানফ্রেল) এই বিবৃতি পাঠায়। ১৫টি সংগঠনের মধ্যে অ্যানফ্রেলও আছে। বাংলাদেশের 'অগণতান্ত্রিক নির্বাচনী পরিবেশের বিরুদ্ধে' শিরোনামে এ বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, 'নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকেই বাংলাদেশ সরকার দেশের সুশীল

সমাজ, বিরোধী দল ও গণমাধ্যমের খড়গহস্ত হয়েছে।'

বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের সূত্র ধরে বিবৃতিতে বলা হয়, ১০ ডিসেম্বর নির্বাচনী প্রচার শুরু হওয়ার পর বিরোধীদের গাড়িবহরে ৩০ বার হামলা হয়েছে। ১৫৯টি আসনে ২০৭টি সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে, জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের ৪৩ প্রার্থী হামলার শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে ১৩ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। এযাবৎ বিরোধী দলের ১৭ প্রার্থী আটক হয়েছেন। নির্বাচনী সহিংসতায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ২ হাজার ৬৮২ জন। এসব সহিংসতা বাংলাদেশের ভোটারদের মনে ভীতি সঞ্চারের একটি প্রক্রিয়া। এ কারণে নির্বাচনে সবার জন্য সমান সুযোগের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে।

২৯ ডিসেম্বর ২০১৮, প্রথম আলো ডটকম

বিজেপি নেতার 'সাক্ষাৎ চেয়ে পায়নি' বিএনপি

নির্বাচন সামনে রেখে বিএনপি ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির সাধারণ সম্পাদক রাম মাধবের সাক্ষাৎ চেয়ে বিফল হয়েছে বলে দেশটির একটি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে। বাংলাদেশে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগের দিন শনিবার বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে একটি প্রতিবেদন ছাপিয়েছে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস। তাদের প্রতিবেদনে মির্জা ফখরুলের বরাত দিয়ে অগাস্টে ব্যাংককে রাম মাধবের সাক্ষাৎ চেয়ে সাড়া না পাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

ফখরুলকে উদ্ধৃত করে প্রতিবেদনে বলা হয়, "আমরা দেশের বাইরে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলাম। আমরা ভারতীয় হাই কমিশারের সাক্ষাৎ চেয়েছিলাম, তিন দফায় তার সঙ্গে সাক্ষাৎও করেছি।" তবে শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন সরকারকে অসন্তুষ্ট করে ভারতীয় কূটনীতিকরা তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও তাদের বিষয়গুলো নিয়ে তৎপরতা চালাতে আগ্রহী নয় বলে বিএনপি নেতাদের মনে হয়েছে।

২৯ ডিসেম্বর ২০১৮, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

ধানের শীষ প্রার্থীর এজেন্টের দেখা পাননি ২ নির্বাচন কমিশনার

ভোট দিতে গিয়ে প্রধান বিরোধী জোটগুলোর পোলিং এজেন্টের দেখা পাননি নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার ও রফিকুল ইসলাম। রবিবার সকালে ঢাকার দুটি কেন্দ্রে ভোট দিতে গিয়ে তারা এজেন্টদের দেখা পাননি বলে সাংবাদিকদের কাছে এই তথ্য জানান। সকাল ৯টার দিকে রাজধানীর মগবাজার এলাকার ইস্পাহানী গার্লস হাই স্কুল কেন্দ্রে ভোট দিতে যান নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার। ভোট দিয়ে বের হয়ে সংবাদকর্মীদের বলেন, 'ওই কেন্দ্রে বিরোধী দলের কোনো নির্বাচনী এজেন্ট ছিল না। এছাড়া সারাদেশ থেকে তার কাছে অনিয়মের বিভিন্ন অভিযোগ এসেছে।'

৩০ ডিসেম্বর ২০১৮, ইত্তেফাক ডটকম

ফলাফল প্রত্যাখ্যান, পুনর্নির্বাচনের দাবি ঐক্যফ্রন্টের

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এখন পর্যন্ত পাওয়া ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেছে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট। এই ফলাফল বাতিল করে নির্দলীয় সরকারের অধীনে পুনর্নির্বাচন দাবি করেছে তারা। ড. কামাল হোসেন বলেন, 'দেশের প্রায় সব আসন থেকে একই রকম ভোট ডাকাতির খবর এসেছে। এ পর্যন্ত বিভিন্ন দলের শতাধিক প্রার্থী নির্বাচন বর্জন করেছেন। এ অবস্থায় আমরা নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, অবিলম্বে এ প্রহসনের নির্বাচন বাতিল করা হোক।' তিনি এ নির্বাচনের 'কথিত' ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেন এবং নির্দলীয় সরকারের অধীনে পুনর্নির্বাচন দাবি করেন।

৩০ ডিসেম্বর ২০১৮, প্রথম আলো ডটকম

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোটের নিরঙ্কুশ জয়

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিশাল জয় পেয়েছে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট। টানা তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন শেখ হাসিনা।

রবিবার অনুষ্ঠিত ২৯৯টি আসনের নির্বাচনে ২৯৮টির বেসরকারি ফল পাওয়া গেছে। এতে ক্ষমতাসীন মহাজোট পেয়েছে ২৮৮ আসন। বিএনপিকে সাথে নিয়ে গড়া ঐক্যফ্রন্ট মাত্র ৭টি আসন নিজেদের করে নিতে পেরেছে।

সোমবার ভোর ৪টার দিকে নির্বাচন কমিশন সচিব হেলালুদ্দীন আহমদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী আওয়ামী লীগ ২৫৯, জাতীয় পার্টি ২০, বিএনপি ৫, গণফোরাম ২, বিকল্পধারা ২, জাসদ (ইনু) ২, ওয়ার্কার্স পার্টি ৩, তরিকত ফেডারেশন ১, জাতীয় পার্টি (মঞ্জু) ১ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৩টি আসনে বিজয়ী হয়েছেন।

রবিবার সকাল ৮টা থেকে বিরতিহীনভাবে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ঐক্যফ্রন্ট প্রার্থী মারা যাওয়ায় গাইবান্ধা-৩ আসনে নির্বাচন স্থগিত ছিল।

নির্বাচনী সহিংসতায় নোয়াখালী, রাঙামাটি, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রাজশাহী, নাটোর, টাঙ্গাইল, নরসিংদী, বগুড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কক্সবাজার, গাজীপুর, সিলেট ও যশোর জেলায় আনসার সদস্যসহ অন্তত ১৮ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও অনেকে।

নির্বাচন কমিশন সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ জানান, বিভিন্ন অভিযোগে ২২টি কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ স্থগিত করা হয়েছে।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের লোকদের বিরুদ্ধে ভোট জালিয়াতি ও কেন্দ্র দখলসহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ এনে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের ৪৯ জনসহ মোট ৫৭ প্রার্থী রবিবারের নির্বাচন বর্জন করেছেন। তাদের প্রায় সবাই ভোটের মাঝখানেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে নিজেদের সরিয়ে নেন।

তবে ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি) বাংলাদেশের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সার্বিক পরিস্থিতিতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। রবিবারের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ শেষে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় এ সন্তুষ্টির কথা জানান ওআইসির সহকারী মহাসচিব (অর্থনীতিবিষয়ক দূত) হামিদ অপিলয়ারু।

নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের (ইসি) 'নিখুঁত পরিকল্পনা ও আয়োজনের' ভূয়সী প্রশংসা করেছে ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দল। রবিবার রাজধানীর একটি হোটেলে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের প্রধান নির্বাচনী কর্মকর্তা আরিজ আফতাব সাংবাদিকের বলেন, "(নির্বাচনে) অনেক উৎসবভাব দৃশ্যমান ছিল। আমরা যতোটুকু অনুভব করেছি, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের খুব নিখুঁত পরিকল্পনা ও আয়োজন ছিল।"

অন্যদিকে, নির্বাচনের ফল প্রত্যাখ্যান করে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পুনরায় নির্বাচন দেয়ার দাবি জানিয়েছেন জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট প্রধান ড. কামাল হোসেন।

ডিসেম্বর ৩১, ২০১৮, ঢাকা ট্রিবিউন বাংলা

নির্বাচনি সহিংসতায় ২১ দিনে নিহত ২২, আহত ২১৭৯

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরুর দিন থেকে নির্বাচন শেষ হওয়া পর্যন্ত ২১ দিনে সারা দেশে ২২ জন নিহত ও ২১৭৯ জন আহত হয়েছে। ভোটের দিনের সহিংসতা আগের ২০ দিনকে ছাড়িয়ে গেছে। ২৪ ঘন্টায় নিহত ১৭ ও আহত ৪৭ জন।

৩১ ডিসেম্বর ২০১৮, ডয়েচে ভেলে বাংলা

নির্বাচন নিয়ে ভোটাররা যা বললেন

সিরাজুল ইসলাম এলাকায় বিএনপির সমর্থক হিসেবে পরিচিত। তাই আগে থেকেই নাকি তাঁকে ভোটকেন্দ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছিল। তাঁর দাবি, ভয়ে আর তিনি ভোট দিতে যাননি।

পিরোজপুরের ভোটার মোহাম্মদ শাহ জালাল দশম জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিয়েছিলেন নৌকা মার্কায়। এবারও ভোট দিতে গিয়েছিলেন, তবে ব্যালটে নিজে সিল মারতে পারেননি। জানালেন, নৌকা মার্কার এজেন্টই তাঁর হাত থেকে সিল নিয়ে নৌকা মার্কার ওপরে মেরে দিয়েছেন।

বেসরকারি চাকরিজীবী নুরুল্লাহের দাবি, ঢাকার একটি কেন্দ্রে তিনি ভোট দিতে গিয়েছিলেন দুপুর ১২টার দিকে। গিয়ে দেখেন তাঁর ভোট এর আগেই দেয়া হয়ে গেছে। ফলে ভোট তো দিতে পারেনইনি, উলটো ভোটকেন্দ্রের এজেন্টরা তাঁর সঙ্গে নাকি দুর্ব্যবহার করেছেন। ভোট না দিয়েই তাই ফিরে এসেছেন তিনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী লামিয়া তাসনিম এবারই প্রথম ভোট দিলেন। বিষয়টি নিয়ে খুব উত্তেজিত ছিলেন। তবে জাতীয় পরিচয়পত্র থাকার পরও

নিজের ভোটকেন্দ্র খুঁজে বের করতে তাঁর দুপুর পর্যন্ত সময় লেগেছে। কেন্দ্রে গিয়ে দেখেন ফটক বন্ধ। জানানো হয়, মধ্যাহ্নবিরতি চলছে। কিন্তু ভোটের সময় তো কেন্দ্রে কোনো বিরতি থাকার কথা নয়। তাই অনেক বিতন্ডা করে শেষ পর্যন্ত ভেতরে ঢুকে নিজের ভোটটি দিতে পেরেছেন।

জুনায়েদ অমি, জীবনের প্রথম ভোটটি দিতে পেরে খুবই আনন্দিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শিক্ষার্থী। ভোটের পরিবেশ বেশ ভালো বলে মনে হয়েছে তাঁর। তবে ভোট কেন্দ্রের আশপাশে ছাত্রলীগের কর্মীদের লাঠি হাতে উপস্থিতি এবং পুলিশের একপেশে ভূমিকা তাঁর ভালো লাগেনি।

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এলিম মিয়ার কেন্দ্রে ভোট হয়েছে ইভিএম পদ্ধতিতে। তিনি ৩০ জানুয়ারি সকালেই ভোট দিতে পেরেছেন। সকাল থেকেই কেন্দ্রে ভোটারদের দীর্ঘ সারিতে অপেক্ষমান দেখেছেন তিনি। ভোটের পরিবেশও তাঁর কাছে সুষ্ঠু মনে হয়েছে।

সত্তরোর্ধ আলী হোসেন জীবনে অনেক ভোট দেখেছেন, কিন্তু এবারের মতো ভোটের পরিবেশ জীবনে আর দেখেননি। জোর করে তাঁর ব্যালটে সিল মেরেছেন বুথের ভেতরে আগে থেকে অবস্থান করা অন্য একজন। শেষ বয়সে এসে হেনস্তা হওয়ার ভয়ে কিছুই বলতে পারেননি।

৩১ ডিসেম্বর ২০১৮, ডয়েচে ভেলে বাংলা

হাসিনাকে অভিনন্দন মোদির

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয় অর্জনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফোনে অভিনন্দন জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নিজের ও ভারতের জনগণের পক্ষ থেকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা জানান মোদি। ভারতের ক্ষমতাসীন দল ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) জাতীয় সাধারণ সম্পাদক রাম মাধবও ফোনে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। রাম মাধব আওয়ামী লীগের সব নেতা-কর্মীকে অভিনন্দন জানান।

৩১ ডিসেম্বর ২০১৮, প্রথম আলো ডটকম

শেখ হাসিনাকে ১১০৩ শিক্ষকের অভিনন্দন

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়ী হওয়ায় দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ হাজার ১০৩ জন শিক্ষক। বিবৃতিতে বলা হয়, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, টানা তিনবারসহ চারবারের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের বিপুল উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।'

৩১ ডিসেম্বর ২০১৮, প্রথম আলো ডটকম

ধানের শীষে ভোট দেওয়ায় ৪ সন্তানের মাকে 'আওয়ামী লীগ কর্মীদের গণধর্ষণ'

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে গতকাল (৩১ ডিসেম্বর) চার সন্তানের এক জননীকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের ১০/১২ কর্মী মিলে গণধর্ষণ করার অভিযোগ উঠেছে।

গুরুতর আহত অবস্থায় নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৩৫ বছরের ওই নারীর অভিযোগ, নির্বাচনে বিএনপি'র ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেওয়ায় তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে।

চর জুবিলী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক সদস্য রুহুল আমীনের নেতৃত্বে এই পাশবিক কাজ করা হয়েছে বলে জানান ওই নারী। তিনি বলেন, "তারা আমাকে আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকে ভোট দেওয়ার জন্য জোর করেছিলো, কিন্তু আমি তাদের কথা না শুনে ধানের শীষে ভোট দিয়েছি।"

এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করে রুহুল আমীন জানান, ওই নারী তার আত্মীয় এবং তাদের মধ্যে কোনো শত্রুতা নেই। তিনি আরও বলেন, "ভোটকেন্দ্রে কেবল একবার আমি তার (নারী) সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।"

রুহুল আমীনের রাজনৈতিক পরিচয় জানতে চাইলে, তিনি সুবর্ণচর আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদকের দায়িত্বে রয়েছেন বলে জানান।

১ জানুয়ারি, ২০১৯, ডেইলিস্টার অনলাইন

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে সাংবাদিক গ্রেপ্তার

খুলনায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে করা মামলায় স্থানীয় সাংবাদিক মো. হেদায়েত হোসেন মোল্লাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। হেদায়েত হোসেন অনলাইন নিউজ পোর্টাল বাংলা ট্রিবিউনের খুলনা প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত। ইউএনও দেবাশীষ চৌধুরী মোবাইলে প্রথম আলোকে বলেন, 'নির্বাচনের লিখিত ফলাফলের বিষয়ে মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করায় রিটার্নিং কর্মকর্তার নির্দেশে ওই মামলা করা হয়েছে।'

০১ জানুয়ারি ২০১৯, প্রথম আলো ডটকম

১৮৬ আসনে ৮০ শতাংশের বেশি ভোট

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৮৬টি আসনে ভোট পড়েছে ৮০ শতাংশের বেশি। এর মধ্যে ১৩টি আসনের ভোট ৯০ শতাংশেরও ওপরে। অন্যদিকে ৫০ শতাংশের নিচে ভোট পড়েছে মাত্র ৩টি আসনে। এ তিনটি আসনে ইভিএমে ভোট হয়েছে।

৯০ শতাংশের বেশি ভোটপড়া ১৩টি আসন হলো-রংপুর-৬ (৯০.৬৪ শতাংশ), বগুড়া-১ (৯১.০৪), সিরাজগঞ্জ-১ (৯৪.৫৯), টাঙ্গাইল-২ (৯০.৪১), জামালপুর-২ (৯০.৩৮), জামালপুর-৩ (৯২.৫৬), গোপালগঞ্জ-১ (৯৪.৯১), গোপালগঞ্জ-২ (৯০.৯৮), গোপালগঞ্জ-৩ (৯৩.২৪), মাদারীপুর-১ (৯৩.৪২), মাদারীপুর-২ (৯২.১২), শরিয়তপুর-১ (৯৩.৪৮) এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ (৯৩.৪৫ শতাংশ)।

০১ জানুয়ারি ২০১৯, প্রথম আলো ডটকম

নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ খতিয়ে দেখার আহ্বান ইইউর

বাংলাদেশে সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে ওঠা অনিয়মের অভিযোগ যথাযথভাবে খতিয়ে দেখার আহ্বান জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। সংস্থাটির মুখপাত্র গতকাল মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে এ আহ্বান জানিয়েছেন। বিবৃতিতে জানানো হয়, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উল্লেখ করার মতো বাধা থেকেই যায়, যা নির্বাচনী প্রচার ও ভোটকে কলঙ্কিত করেছে। এখন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এসব অনিয়মের অভিযোগ যথাযথভাবে খতিয়ে দেখা এবং পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজটি করা নিশ্চিত করতে হবে।

০২ জানুয়ারি ২০১৯, প্রথম আলো ডটকম

প্রথমবার সাংসদ ৬ ব্যাংক পরিচালক

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এবার ৬ জন ব্যাংক পরিচালক প্রথমবারের মতো সংসদ সদস্য হয়েছেন। এর মধ্যে ৫ জন আওয়ামী লীগ থেকে এবং ১ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। এর বাইরে ব্যাংকের আরও ১১ পরিচালক এবার সংসদ সদস্য হয়েছেন, যাঁরা এর আগেও সাংসদ ছিলেন। সেই হিসাবে নতুন-পুরোনো মিলিয়ে ১৭ জন ব্যাংক পরিচালক এবার আইনপ্রণেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। সাংসদ নির্বাচিত হওয়া ১৭ জন ব্যাংক পরিচালকের মধ্যে ১৫ জন বেসরকারি ব্যাংকের আর ২ জন রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকের পরিচালক। এর মধ্যে প্রথমবারের মতো সাংসদ হয়ে ব্যাংক খাতে আলোচনায় এসেছেন সালমান এফ রহমান। তিনি আইএফআইসি ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ সভাপতির বেসরকারি খাতবিষয়ক উপদেষ্টা।

০২ জানুয়ারি ২০১৯, প্রথম আলো ডটকম

নির্বাচনকে সত্তরের নির্বাচনের সঙ্গে তুলনা শেখ হাসিনার

প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা ৩০ ডিসেম্বরের নির্বাচনকে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন, দেশের জনগণ এবার প্রতীক দেখে ভোট দিয়েছে, প্রার্থী দেখে নয়। তিনি বলেন, 'এটা ছিল ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মতো, জনগণ কেবল প্রতীক দেখেই তাদের ভোট দিয়েছে, তারা এটাও দেখেনি প্রার্থী কে ছিল। তারা নৌকাতে ভোট দিয়েছে, যেহেতু তারা উন্নয়নের সুফল লাভ করেছে।' বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভারতের বিদায়ী হাইকমিশনার হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে এলে শেখ হাসিনা এ কথা বলেন।

০৩ জানুয়ারি ২০১৯, প্রথম আলো ডটকম

ইসিতে ঐক্যফ্রন্টের যেসব অভিযোগ

তফসিল ঘোষণার পর থেকে ঐক্যফ্রন্টের নেতা-কর্মীদের ওপর বিভিন্ন পর্যায়ে হয়রানি, হামলা-মামলা ও নির্বাচন কমিশনের সরকারের প্রতি 'পক্ষপাতমূলক আচরণের' বিবরণ দেয় জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট। ইসিকে দায়ী করে ঐক্যফ্রন্ট জানায়, তফসিল ঘোষণা পেছানোসহ নির্বাচন পেছানোর দাবিও কমিশন প্রত্যাখ্যান করে, নির্বাচনের দুই মাস আগে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিধানের বাইরে গিয়ে নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তথ্য সংগ্রহ করে সরকারদলীয় লোকজনদের নিয়োগ দেয়, দলীয় মনোনয়ন বিতরণকালে ইসি সচিব ও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষপাতমূলক আচরণ করে, ঐক্যফ্রন্টের ১৮ জনের প্রার্থিতা বাতিলে নির্বাচন কমিশনের রহস্যজনক ভূমিকা, গায়েবি মামলা, গ্রেপ্তার, হয়রানি ও প্রার্থীদের আটকে কমিশনের পদক্ষেপ না নেওয়া, দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষকদের নিরুৎসাহিত করা, প্রচারণায় বাধা, প্রশাসন ও পুলিশে রদবদল না করা, গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ, সরকারি দলের আচরণবিধি লংঘনসহ সব জায়গায়ই তারা ইসির নীরব ভূমিকা দেখতে পেয়েছিল।
০৩ জানুয়ারি ২০১৯, প্রথম আলো ডটকম

সাইবেরিয়া থেকে আমেরিকা, কেউ নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেনি: সিইসি

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কে এম নূরুল হুদা বলেছেন, সাইবেরিয়া থেকে ইউরোপ, আমেরিকাসহ পৃথিবীর কোনো দেশ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রত্যাখ্যান কিংবা নির্বাচন কমিশনের (ইসি) বিরুদ্ধে মন্তব্য করেনি। এটি ইসি সচিবালয়সহ সংশ্লিষ্ট সবার সফলতা। একাদশ সংসদ নির্বাচন শেষে ইসি সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের 'ধন্যবাদ জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে' এই মন্তব্য করেন সিইসি নূরুল হুদা।
০৩ জানুয়ারি ২০১৯, প্রথম আলো ডটকম

উল্টো সুর মাহবুব তালুকদারের, নির্বাচন অংশীদারিমূলক হয়েছে

নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিদ্ধান্তের সঙ্গে বারবার ভিন্নমত পোষণ করে সরকারবিরোধীদের কাছ থেকে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার। প্রশংসিত সেই মানুষটি নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার তৃতীয় দিনের মাথায় এসে উল্টো সুরে কথা বলতে শুরু করলেন। আজ বৃহস্পতিবার নির্বাচন ভবনের পিঠা উৎসবে অংশ নিয়ে মাহবুব তালুকদার বলেছেন, 'নির্বাচন অংশীদারিমূলক হয়েছে।' তিনি বলেন, 'এই প্রথম একটা অংশীদারি ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আমরা জাতিকে উপহার দিতে পেরেছি। আমি মনে করি, এই নির্বাচন বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে একটা ঐতিহ্য সৃষ্টি করবে।'
০৩ জানুয়ারি ২০১৯, প্রথম আলো ডটকম

সরকারে না বিরোধী দলে প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত চায় জাতীয় পার্টি

সরকারের অংশীদার হবে, না বিরোধী দলের ভূমিকা নেবে জাতীয় পার্টি (জাপা) এ নিয়ে সিদ্ধান্তহীন দলের নেতারা। জাপার জ্যেষ্ঠ কো-চেয়ারম্যান রওশন এরশাদ চান দল এবার বিরোধী দলের ভূমিকা নেবে। তবে দলের নবনির্বাচিত সাংসদদের বেশির ভাগই সরকারের সঙ্গে থাকতে চান। এ অবস্থায় বিষয়টি মীমাংসার জন্য মহাজোটের নেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাক্ষাৎ চেয়েছেন দলের নেতারা। তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন জাপা নেতারা।
০৪ জানুয়ারি ২০১৯, দৈনিক প্রথম আলো

জাপা বিরোধী দল হচ্ছে, এরশাদ বিরোধী দলীয় নেতা

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অবশেষে জাতীয় পার্টিই হতে যাচ্ছে প্রধান বিরোধী দল। বিরোধী দলীয় নেতা হবেন দলের চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। দলের কোনো সদস্য মন্ত্রী হবেন না। আজ শুক্রবার জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সই করা এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়। নির্বাচনের পর গত চার দিন ধরে এই ইস্যুটি নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে নানা আলোচনা ছিল। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোটে রয়েছে জাতীয় পার্টি। ফলে দলটি সরকারে না বিরোধী দলে থাকবে তা নিয়ে ছিল আলোচনা।
০৪ জানুয়ারি ২০১৯, প্রথম আলো ডটকম

গ্রামটির একটাই 'দোষ', তাই এখন বিচ্ছিন্ন

গ্রামটির ভেতরে দিয়ে যাত্রীবাহী বাস চলত। ৩০ ডিসেম্বরের সংসদ নির্বাচনের পর সেই গ্রামে আর বাস ঢুকছে না। বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে টেলিভিশনের স্যাটেলাইট সংযোগ। অটোরিকশার চালকদের গ্রামের বাইরে যেতে বারণ করে দেওয়া হয়েছে। একইভাবে বাইরের গাড়িগুলোও গ্রামের ভেতর দিয়ে যাতায়াত করছে না।

রাজশাহীর তানোরের এই গ্রামটির নাম কলমা। এটি রাজশাহী-১ (তানোর-গোদাগাড়ী) আসনের একটি গ্রাম। এই গ্রামের ভোটাররা কলমা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন। এই কেন্দ্রে বিএনপি প্রার্থী আমিনুল হক পেয়েছেন ১ হাজার ২৪৯ ভোট। আর আওয়ামী লীগের প্রার্থী ওমর ফারুক চৌধুরী পেয়েছেন ৬৫৩ ভোট। নাম প্রকাশ না করার শর্তে গ্রামের বাসিন্দারা বলেন, একটা 'দোষে' তাঁদের গ্রাম এখন বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন। দোষটা হলো, নৌকার চেয়ে ধানের শীষে ভোট বেশি পড়েছে।
০৫ জানুয়ারি ২০১৯, দৈনিক প্রথম আলো

বিএনপি ও গণফোরামের কেউই শপথ নিচ্ছেন না

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের কোনো সদস্যই সাংসদ হিসেবে শপথ নেবেন না। আজ রোববার দুপুরে ঐক্যফ্রন্টের এক বৈঠক শেষে এ কথা জানিয়েছেন গণফোরামের সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা মহসীন মন্টু ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) সভাপতি আ স ম আবদুর রব।

গতকাল শনিবার ড. কামাল হোসেন তাঁর দলে গণফোরামের বিজয়ী দুই সদস্যের শপথ নেওয়ার ব্যাপারে ইঙ্গিত দেন। এর পরদিনই শপথ না নেওয়ার এই সিদ্ধান্ত হলো। গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছিলেন, তাঁরা কেউই শপথ নেবেন না, এটা পরিষ্কার কথা।
০৬ জানুয়ারি ২০১৯, প্রথম আলো ডটকম

সংসদ সদস্যদের ১৮২ জন ব্যবসায়ী

একাদশ জাতীয় নির্বাচনে শপথ নেওয়া সংসদ সদস্যদের ১৮২ জনই (৬১ দশমিক ৭ শতাংশ) পেশায় ব্যবসায়ী। এর মধ্যে মহাজোট থেকে নির্বাচিত পেশায় ব্যবসায়ী আছেন ১৭৪ জন (৬০ দশমিক ৪১ শতাংশ) এবং ঐক্যফ্রন্ট থেকে নির্বাচিত আছেন ৫ জন। আর স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে সংসদ সদস্য হওয়া ৩ জন পেশায় ব্যবসায়ী। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থীদের সম্পর্কে এসব তথ্য তুলে ধরে সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)।

অনেক অযোগ্য ব্যক্তি যারা নির্বাচনে অংশ নেওয়ার যোগ্য নন, দণ্ডপ্রাপ্ত এমন ব্যক্তিও নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিজয়ী হয়েছেন উল্লেখ করে বদিউল আলম মজুমদার বলেন, যারা তথ্য লুকিয়েছেন তাদের মনোনয়ন পত্র গৃহীত হওয়া উচিত নয়। অথচ নির্বাচনে এসব ব্যক্তি অংশ নিয়েছেন, সরকারের সঙ্গে অনেকের ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে কিংবা সরকারি বেতনভুক্ত কর্মকর্তারা এ রকম ব্যক্তিরাও নির্বাচিত হয়েছেন এবং নির্বাচন কমিশনও এই ব্যাপারে কোনো ভূমিকা পালন করেনি।

দু'টি নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা সমাচার

এবারের নির্বাচনে দেশি ৮১টি পর্যবেক্ষক সংস্থার ২৫ হাজার ৯০০ জন এবং ওআইসি ও কমনওয়েলথ থেকে আমন্ত্রিত ও অন্যান্য বিদেশি পর্যবেক্ষক ৩৮ জন, কূটনৈতিক বা বিদেশি মিশনের কর্মকর্তা ৬৪ জন এবং বাংলাদেশে দূতাবাস বা হাইকমিশন বা বিদেশি সংস্থায় কমরত বাংলাদেশি ৬১ জন নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করছেন।

নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী আলোচিত দুটি সংস্থা 'সার্ক হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশন' এবং 'ইলেকশন মনিটরিং ফোরাম'।

এই দুটি সংস্থা গত ৩১ ডিসেম্বর রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলন করে বলেছে, "একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অতীতের চেয়ে

অনেকাংশে ভালো, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে।"

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, "সার্ক হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশনের ৫ হাজার ৭৬৫ জন সদস্য নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছেন।"

'সার্ক হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশন' এবং 'ইলেকশন মনিটরিং ফোরাম'-এর কার্যক্রম সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা হয়েছে দ্য ডেইলি স্টার অনলাইনের পক্ষ থেকে।

সংস্থা দুটির নাম আগে শোনা যায়নি। দেশের অন্য কোনো পর্যবেক্ষকরাও তাদের বিষয়ে জানেন না। এই সংস্থা দুটি এর আগে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন বা স্থানীয় সরকার পর্যায়ের কোনো নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে দেখা যায়নি।

খোঁজ করতে গিয়ে 'ইলেকশন মনিটরিং ফোরাম'-এর কার্যালয় ও ওয়েবসাইট পাওয়া যায়নি। তাদের কার্যক্রম সম্পর্কেও কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

'সার্ক হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশন'-এর নাম অনুযায়ী ধারণা করা যায় আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক সংস্থা। মাওলানা মোহাম্মদ আবেদ আলী নামক একজন ব্যক্তিই দুটি সংস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত। তিনি একটির মহাসচিব এবং অন্যটির নির্বাহী পরিচালক।

সংস্থাটির চেয়ারম্যান ও উপদেষ্টা হিসেব রয়েছেন আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির একাধিক এমপি। 'তারা প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ সহায়তাও দিয়ে থাকেন' দ্য ডেইলি স্টার অনলাইনের প্রশ্নের উত্তরে এ তথ্য জানিয়েছেন মহাসচিব আবিদ আলী।

ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্যানুসারে, সংস্থাটির চেয়ারম্যান পদে রয়েছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ (সদর ও বিজয়নগর উপজেলা) আসনে আওয়ামী লীগের সাংসদ র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী। উপদেষ্টা হিসেবে রয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য মো. রুহুল আমিন, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি শিকদার মকবুল হক, সাবেক মন্ত্রী নাজিম উদ্দিন আল আজাদ, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়ের সভাপতি মাহবুবুল আলম, পার্বত্য খাগড়াছড়ি আসনে জাতীয় পার্টি (জাপা) থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলটির প্রেসিডিয়াম সদস্য মো. সোলায়মান আলম শেঠ।

৭ জানুয়ারি, ২০১৯, ডেইলিস্টার অনলাইন

'আন্তর্জাতিক মানে'র নির্বাচনের জন্য পুলিশ সুপারদের চিঠি

নির্বাচন পরিচালনার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে পুলিশ সদর দপ্তর থেকে পুলিশ সুপারদের (এসপি) চিঠি দেওয়া হয়েছে। চিঠিতে নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশে স্বচ্ছ ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এসপিরা তাঁদের ওপর অর্পিত গুরুদায়িত্ব 'সুষ্ঠু পরিকল্পনার দ্বারা' পালনে সক্ষম হয়েছেন। এদিকে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের আওতাধীন ৫০টি থানা ও প্রতিটি ইউনিটে গত শনিবার একযোগে ভোজের আয়োজন করা হয়। পুলিশ সদর দপ্তরে এই আয়োজন হয় রোববার। নির্বাচনে পুলিশ সদস্যরা তাঁদের দায়িত্ব 'সঠিকভাবে' পালন করায় পুলিশ সদর দপ্তরের নির্দেশে সারা দেশে এই ভোজের আয়োজন করা হয় বলে জানিয়েছে একাধিক সূত্র।

০৮ জানুয়ারি ২০১৯, প্রথম আলো ডটকম

ইকোনমিস্ট ইনটেলিজেন্সের গণতান্ত্রিক দেশের তালিকায় নেই বাংলাদেশ

যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ) বুধবার যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে সেখানে 'গণতান্ত্রিক' কিংবা 'ক্রটিপূর্ণ গণতান্ত্রিক' দেশের তালিকায় বাংলাদেশের নাম নেই। গত এক দশক ধরে স্বৈরতান্ত্রিক ও ক্রটিপূর্ণ গণতান্ত্রিক অবস্থার মাঝামাঝি 'হাইব্রিড রেজিম' তালিকায় দেশটি অবস্থান করছে বলে ইআইইউ বলছে।

১০ জানুয়ারি ২০১৯, বিবিসি বাংলা

নির্বাচনকে 'কলঙ্কিত' বলল বাম জোট

বাম গণতান্ত্রিক জোট বলেছে, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এক কলঙ্কিত নির্বাচন। এমন কলঙ্কজনক নির্বাচন দেশের ইতিহাসে আর হয়নি। নজিরবিহীন ভুয়া ভোটের এই নির্বাচনের আগের দিনই বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রশাসনের সহায়তায় ভোট ডাকাতি হয়েছে। অথচ নির্বাচনের দিন প্রশাসন এসব অনিয়ম ঠেকাতে নিষ্ক্রিয় ছিল। আজ শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবের মিলনায়তনে বাম গণতান্ত্রিক জোট আয়োজিত 'ভোট ডাকাতি, জবর দখল ও অনিয়মের নানা চিত্র' শীর্ষক গণশুনানিতে এসব কথা বলেন বাম দলগুলোর প্রার্থীরা। একাদশ জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেওয়া বাম দলগুলোর প্রার্থীরা এই শুনানিতে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও অভিযোগ তুলে ধরেন।

গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি এবারের জাতীয় নির্বাচনে ঢাকা-১২ আসন থেকে কোদাল মার্কায় দাঁড়ান। গণশুনানিতে তিনি বলেন, 'নির্বাচনের আগের দিন রাতেই কেন্দ্রভেদে ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ ভোট সিল মেরে ব্যালট বাক্স ভরে ফেলা হয়েছে। আমরা যারা প্রার্থী ভোট দিতে গিয়েছিলাম, দেখেছি, একটা ভোটকেন্দ্রে ভোটারের তেমন কোনো ভিড় নেই অথচ নয়টা বা সাড়ে নয়টার মধ্যেই ব্যালট বাক্স ভরে গেছে।'

জোনায়েদ সাকি বলেন, 'বাংলাদেশের ইতিহাসে এর মতো কলঙ্কজনক নির্বাচন আর নেই। এটা আমাদের উপলব্ধি করার কথা। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণে একটা নির্বাচন হলো, কিন্তু সেই নির্বাচনে জনগণকে অংশ নিতে দেওয়া হলো না। সম্পূর্ণভাবে প্রশাসনের কর্তৃত্ব কাজ করেছে।' তিনি আরও বলেন, নির্বাচনের আগে থেকেই পুরো একটা একতরফা পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল। বিরোধী প্রার্থীদের ওপর হামলা-মামলা-গ্রেপ্তার করে এই পরিবেশ তৈরি করা হয়। মানুষ যাতে ভোটকেন্দ্রে আসতে না পারে, ভয় পায় সে জন্য আগে থেকেই একটা পরিবেশ তৈরি করা ছিল। এটাই তাঁদের লক্ষ্য ছিল।

১১ জানুয়ারি ২০১৯, প্রথম আলো ডটকম

টিআইবির গবেষণা: ৫০টির মধ্যে আগের রাতে ৩৩টিতে সিল, বিচার বিভাগীয় তদন্ত চায় টিআইবি

ভোটে ব্যাপক অনিয়মের তথ্য তুলে ধরে নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ ও ক্রটিপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিচার বিভাগীয় তদন্তের পক্ষে মত দিয়েছে সংস্থাটি। 'একাদশ সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা' শীর্ষক গবেষণার প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে আজ মঙ্গলবার টিআইবির ধানমন্ডি কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসব পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হয়।

নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্য থেকে দৈবচয়নের (লটারি) ভিত্তিতে ৫০টি বেছে নেয় ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ। নির্বাচনের দিন ৪৭ আসনে কোনো না কোনো নির্বাচনী অনিয়মের অভিযোগ পেয়েছে টিআইবি। অনিয়মের ধরনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টির মধ্যে ৪১টি আসনে জাল ভোট; ৪২টি আসনে প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর নীরব ভূমিকা; ৩৩টি আসনে নির্বাচনের আগের রাতে ব্যালটে সিল; ২১টি আসনে আগ্রহী ভোটারদের হুমকি দিয়ে তাড়ানো বা কেন্দ্রে প্রবেশে বাধা; ৩০টি আসনে বুথ দখল করে প্রকাশ্যে সিল মেরে জাল ভোট; ২৬টি আসনে ভোটারদের জোর করে নির্দিষ্ট মার্কায় ভোট দিতে বাধ্য করা; ২০টিতে ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার আগেই ব্যালট বাক্স ভরে রাখা; ২২টিতে ব্যালট পেপার শেষ হয়ে যাওয়া; ২৯টিতে প্রতিপক্ষের পোলিং এজেন্টকে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না দেওয়া ইত্যাদি।

১৫ জানুয়ারি ২০১৯, প্রথম আলো ডটকম